participates in survival strategies of coastal poor

COAST Foundation

সৈকত বুলেটিন
সম্প্রীতি, প্রাণ ও প্রকৃতির সুরক্ষায়
১১তম সংস্করণ, অক্টোবর ২০২২

রেডিও সৈকত

এক নজরে গত মাসের কার্যক্রম:

- ১৪টি নিয়মিত অডিও প্রোগ্রাম।
- যোগাযোগ দক্ষতা ও সামাজিক সমন্বয়ের উপর ২টি আলাপচারিতা।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থিতিস্থাপকতার উপর ৩টি ম্যাগাজিন।
- জনসাধারণের পরিষেবা ও সামাজিক সমস্যাগুলির উপর ২ টি পিএসএ।
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ উপর ১টি প্রশিক্ষণ।

তারার আলো

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের একটি বিশেষ অংশ ডাউন সিনড্রোম আক্রান্ত। ডাউন সিনড্রোম একটি জন্মগত অসুখ এই সিনড্রোমে প্রভাবিত ব্যক্তিদের ক্রোমোজম বেশি থাকে।এমন বাচ্চাদের সারা জীবন স্বাস্থ্য ও পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যা লেগেই থাকে এবং নিয়মিত চিকিৎসা করিয়ে যেতে হয়। তারার আলো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা আমরা গিয়েছিলাম ঘোনার পাড়া,বৈদ্যঘোনা, খানামনজিল এলাকায় দেখা করি এমনই একজন ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত নারীর সাথে। তার নাম জন্নাত আরা এবং বর্তমানে তার বয়স ১৮ বছর। কিন্তু তার বুদ্ধির তেমন কোন বিকাশ হয়নি। জান্নাত আরার মা রশিদা বেগম মেয়েকে অনেক ভালোবাসেন। জান্নাত আরার বাবা মালেয়েশিয়া কাজ করেন বলে জান্নাতের দেখাশোনার সকল দায়িত্ব তার মায়ের। অনেক কষ্ট আর অনেক অর্থের অভাবের জন্য তিনি জন্নাতের তেমন কোন উন্নত চিকিৎসাও করতে পারেননি। জন্মের ৩ মাস বয়স থেকে তিনি বুঝতে পারতেন তার মেয়ে অন্য বাচ্চাদের মতো স্বাভাবিক না । বৈদ্য দ্বারা নানা চিকিৎসার এক পর্যায়ে ডার্কার বাপ্পীর শরনাপন্ন হন তিনি । তখনই জানতে পারা যায় জান্নাত আরা ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত।জান্নাত আরা কক্সবাজারের একমাত্র বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের স্কুল অরুনোদয়ে ২য় শ্রেনীতে পড়েন। জান্নাত স্কুল যেতে , গান ,নাচ করতে ভালোবাসেন। জান্নাতের আবৃত্তি করা একটি কবিতা ও একটি গান আমরা শুনতে পাই। জান্নাত আরা হয়ত একটু স্বাভাবিক জীবন পাবে যদি সমাজের চারপাশের মানুষদের থেকে সাহায্য পাই। জান্নাত আরার মা রশিদা বেগম সমাজের সকলের কাছে জান্নাতের জন্য সাহায্য চেয়েছেন। জান্নাত আরা সমাজের সকল মানুষদের মতন একটি স্বাভাবিকভাবে বেচেঁ থাকুক এই প্রত্যাশা রেডিও সৈকতের ।

সাক্ষাৎকার: সম্পা দাস
ছবি: মোহনা কাদের
স্থান: ঘোনা পাড়া

শিশুদের সাতাঁর শিখায়, অপ্রত্যাশিত দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়।

সাক্ষাৎকার: মোহনা কাদের
ছবি: উম্মে হানি জেরিন
স্থান: বাহার ছড়া

বাহারছড়ার বাসিন্দা ১৩ বছর বয়সি তানজিনা ইসলাম তুহা একজন দুরন্ত কিশোরী। সে তার জীবনের সাতাঁর কাটার কিছু মজার স্মৃতিচারণ করেছেন আমাদের সাথে। তার সাতাঁর কাটার হাতেখড়ি হয়েছিল গ্রামে তার নানুর বাড়িতে । বরিশাল গ্রামে তার নানুর বাড়িতে বেড়াতে যেতেন তখন পুকুরে সাতাঁর কাটা শিখতে চাইলে তার নানু তার হাতের দুই পাশে পাচঁ লিটারের দুইটা বোতল বেধে দিয়ে তার মাধ্যমে সাতাঁর কাটা শিখান।

সে বলে এইভাবে কিছুদিন করার পর যখন সে বোতল ছাড়া সাতাঁর কাটতে যায়ত অর্ধেক যেয়ে ডুবে যেত।্ একমাস প্রচেষ্ঠার পর সে সাতাঁর কাটতে সক্ষম হয়। সাতাঁর কাটা শিখার সময় তার প্রচন্ড ভয় করত কিন্তু পরিবারের উৎসাহে সাতাঁর কাটা শিখতে সক্ষম হয়। সে আরো বলে আমি কখনো যদি লঞ্চে করে আমার নানুর বাড়ি বরিশাল যাওয়ার সময় লঞ্চ ডুবে যায় তাহলে আমি সাতাঁর কেটে তীরে আসতে পারব। তাছাড়া সাতাঁর কাটা একটি শারীরিক ব্যায়াম। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে আমরা শরীর মন ভাল রাখতে পারব।
সে বলে প্রত্যেক শিশুর সাতাঁর কাটা সর্ম্পকে অবগত থাকা উচিত যাতে করে কেউ নদী বা পুকুরে পড়ে অকাল মৃত্যুর শিকার না হয়। শহরে সাতাঁর শিখার জন্য পুকুর নেই তবে বিভিন্ন সুইমিং পুল আছে যেইখানে সাতাঁর শিকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। সেইখানে যেয়ে আপনার শিশুকে সাতাঁর শিখাতে পারেন।

যেহেতু আমাতের দেশ একটি নদীমাতৃক দেশ সেহেতু পুকুর,নদী বা সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে প্রত্যেক শিশুকে সাতারঁ শিখায় ।

সৌরবিদ্যুৎ বদলে দিল জেলেদের জীবন

এখনকার দিনে বোম্বা খুপি (যেটি বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম, কেরোসিনের তেলের প্রদীপ) খুবই বিরল। বোম্বা কুপি নিয়ে গভীর রাতে মাছ ধরতে গিয়ে নানা অসুবিধায় পড়লেও সৌরবিদ্যুৎ উদ্ভাবনের পর জেলেদের ভোগান্তি কমেছে। সৌরবিদ্যুতের ছোঁয়ায় অন্ধকার যেন আলোয় পরিণত হয়েছে।

আবুল হাসেম নাজিরাটেকের একজন জেলে। তিনি বললেন, ঝড় ও বৃষ্টিসহ প্রতিকূল আবাহাওয়ায় কেরোসিনের বাতিগুলো নিয়ে খুব সমস্যায় পড়তে হত। তিনি বলেন, সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার তাদের জীবন বদলে দিয়েছে এবং প্রত্যেক জেলের সৌরবিদ্যুতের সুবিধা পাওয়া প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকার: সূচি
ছবি: উম্মে হানি জেরিন
স্থান: নাজিরাটেক

শুভেচ্ছা বাণী

শুধু কক্সবাজার না, রেডিও সৈকতে কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ুক সারা বাংলাদেশে। রেডিও সৈকতের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা ও শুভ কামনা রইল।

জেসমিন প্রেমা
চেয়ারম্যান স্কাস

ধন্যবাদ রেডিও সৈকত, নারী উন্নয়নের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখার জন্য।

মুজিবুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
কক্সবাজার প্রেস ক্লাব

শ্রোতার মতামত

রেডিও সৈকত টিম উত্তর কুতুবদিয়া পাড়ায় নতুন তৈরী করা গৃহিণী ক্লাবে গিয়ে কথা বলে। গৃহিণীরা জানান রেডিও সৈকত তাদের নিয়ে একটি শ্রোতা ক্লাব করেছে তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরা আশা করি রেডিওতে প্রচারিত তথ্য পেয়ে অনেক উপকৃত হতে পারবো।

ঝিরঝিরি পাড়া গৃহিণী শ্রোতা ক্লাবের সদস্যরা বলেন রেডিও সৈকতের অনুষ্ঠান শুনতে ভালো লাগে। বেশী ভালো লাগে অনুরোধের আসরের গানগুলো। কারণ এই অনুষ্ঠানে অনেকের পছন্দের সুন্দর গানগুলো শুনতে পাই। রেডিও সৈকতকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের জন্য উপকারী অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করার জন্য।

www.radiosaikat.net
www.facebook.com/raiosaikat
www.coastbd.net